অধ্যায়-০২: অংশীদারি ব্যবসায়ের হিসাব

১। X ও Y এবং Z একটি ফার্মের আংশীদার। তারা ব্যবসায়ের লাভ-লোকসান ২: ২: ১ অনুপাতে বন্টন করে নেয়। ১ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে তদের মূলধন ছিল X এর ৬০,০০০ টাকা, Y এর ৪৫,০০০ টাকা এবং Z এর ৩০,০০০ টাকা। বছরব্যাপী সেবা প্রদানের জন্য X ৩,০০০ টাকা বেতন পাবে। মূলধনের উপর বার্ষিক ৫% হারে সুদ ধার্য করতে হবে কিন্তু উত্তোলনের উপর সুদ ধার্য হবে না। বছরে X, Y ও Z এর উত্তোলনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৯,০০০ টাকা, ৬,০০০ টাকা এবং ৩,০০০ টাকা। মূলধনের উপর সুদ এবং X এর বেতন ধার্য করার পূর্বে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে ব্যবসায়ের নিট মুনাফা দাঁড়ায় ৬৯,৬০০ টাকা। ১ জুলাই ২০১৭ তারিখে X ব্যবসায়ে ৩০,০০০ টাকা অতিরিক্ত মূলধন আনয়ন করে। [ঢা.বো. য.বো. সি.বো. দি.বো. ২০১৮]

ক. অংশীদারদের মূলধনের সুদ নির্ণয় কর।
খ. লাভ লোকসান বন্টন হিসাব তৈরি করা।
গ. অংশীদারদের মূলধন হিসাব তৈরি কর।
উত্তর: (ক) মূলধনের সুদ: X ৩,৭৫০ টাকা, Y ২,২৫০ টাকা ও Z ১,৫০০ টাকা; (খ) মুনাফার অংশ: X ২৩,৬৪০ টাকা, Y ২৩,৬৪০ টাকা, Z ১১,৮২০ টাকা; (গ) মূলধন হিসাবের উদ্বৃত্ত: X ১,১১,৩৯০ টাকা, Y ৬৪,৮৯০ টাকা, Z ৪০,৩২০ টাকা।

২। জাওয়াদ, নাসিফ ও নবীন একটি অংশীদারি কারবারের তিনজন অংশীদার। ২০১৭ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখে তাঁদের মূলধন ছিল যথাক্রমে ৮০,০০০ টাকা, ৬০,০০০ টাকা ও ৫০,০০০ টাকা। ২০১৭ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে তাঁদের চলতি হিসাবের ব্যালেন্স (উদ্বৃত্ত) ছিল জাওয়াদ ৫,০০০ টাকা (ক্রেডিট), নাসিফ ২,৫০০ টাকা (ডেবিট), নবীন ৩,৭০০ টাকা (ক্রেডিট)। সম্ভাব্য লাভের আশায় জাওয়াদ ও নাসিফ ব্যবসায় থেকে প্রতি মাসের শুরুতে ৮০০ টাকা ও ৫০০ টাকা এবং নবীন প্রতি মাসের শেষে ৭০০ টাকা করে নগদ উত্তোলন করে। নগদ উত্তোলন ছাড়াও জাওয়াদ ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য ৫,০০০ টাকার পণ্য ব্যবসায় হতে উত্তোলন করে যা হিসাব বইতে লেখা হয়নি। নাসিফ সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালনের জন্য মাসে ১,২০০ টাকা করে বেতন পায়। মূলধন ও নগদ উত্তোলনের উপর বার্ষিক ৬% সুদ ধার্য করা হয়। তাঁরা যথাক্রমে ৩:২:১ অনুপাতে মুনাফা ও ক্ষতি বন্টন করে নেয়।
উপরিউক্ত সমন্বয়সমূহ সাধনের পূর্বে ২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর মুনাফার পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৪,৮০০ টাকা। [রা.বো. কু.বো. চ.বো. ব.বো. ২০১৮]
ক. অংশীদারদের উত্তোলনের সুদ নির্ণয় কর।
খ. লাভ-লোকসান আবন্টন হিসাব তৈরি কর।
গ. নাসিফ ও নবীব এর চলতি হিসাব তৈরি কর।
উত্তর: (ক) মূলধনের সুদ: জাওয়াদ ৩১২ টাকা, নাসিফ ১৯৫ টাকা এবং নবীন ২৩১ টাকা; (খ) মুনাফার অংশ: জাওয়াদ ১৭,৩৬৯ টাকা, নাসিফ ১১,৫৭৯ টাকা এবং নবীন ৫,৭৯০ টাকা; (গ) মূলধন হিসাবের উদ্বৃত্ত: নাসিফ ২০,৮৮৪ টাকা ও নবীন ৩,৮৫৯ টাকা।

৩। রহিমা, ফাহিমা ও জামিলা একটি অংশীদারি ব্যবসায়ের তিন অংশীদার। তারা ব্যবসায়ের মুনাফা যথাক্রমে ৩ : ২ : ১ অনুপাতে বন্টন করে নেয়। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে অংশীদারদের উত্তোলন, বেতন ও মুনাফা সমন্বয়ের পর তাদের মূলধন ছিল যথাক্রমে ৫৭,০০০; ৪৫,০০০ ও ৩৭,০০০ টাকা। পরে দেখা গেল অংশীদারি চুক্তিপত্রে মূলধনের উপর বার্ষিক ৫% হারে সুদ দেয়ার ব্যবস্থা থাকলেও উহা হিসাব হতে সম্পূর্ণ বাদ পড়েছে। রহিমার ৭,২০০ টাকা বেতন বাদ দেয়ার পর ২০১৬ সালের ব্যবসায়ে মুনাফা হয় ৫৪,০০০ টাকা। ঐ বছরের অংশীদারদের উত্তোলনের পরিমাণ যথাক্রমে ১৬,২০০ টাকা, ৭,২০০ টাকা ও ৪,৮০০ টাকা। অংশীদারগণ মুনাফা বন্টনের অনুপাতে ব্যবসায়ের মোট মূলধন ১,৪৪,০০০ টাকায় রাখতে সম্মত হয়। [ঢা.বো. ২০১৭]
করণীয় ঃ- (ক) রহিমা, ফাহিমা ও জামিলার প্রারম্ভিক মূলধন উদ্বৃত্ত নির্ণয় কর।
(খ) মূলধনের সুদের প্রভাব দেখিয়ে ২০১৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে লাভলোকাসান সমন্বয় হিসাব তৈরি কর।
(গ) ২০১৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে রহিমা ও ফাহিমার সমন্বিত মূলধন হিসাব প্রস্তুত কর।
উত্তর: (ক) প্রারম্ভিকের মূলধনের পরিমাণ: রহিমা ৩৯,০০০ টাকা, ফাহিমা ৩৪,২০০ টাকা এবং জামিলা ৩২,৮০০ টাকা; (খ) সমন্বিত ক্ষতির অংশ: রহিমা ২,৬৫০ টাকা, ফাহিমা ১,৭৬৭ টাকা, জামিলা ৮৮৩ টাকা; (গ) ঘাটতি বাবদ নগদ আনয়ন: রহিমা ১৫,৭০০ টাকা এবং ফাহিমা ৩,০৫৭ টাকা।

৪। রুমা ও সোমা একটি অংশীদারি ফার্মের দু'জন অংশীদার। ১ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে মূলধন ছিল যথাক্রমে ১,৮০,০০০ ও ১,৬০,০০০ টাকা। চুক্তি মোতাবেক মূলধন ও উত্তোলনের উপর ৫% হারে সুদ ধরতে হবে। রুমা প্রতি মাসে ১,৫০০ টাকা বেতন পাবেন। সারা বছরে রুমা ও সোমা ব্যবসায় থেকে যথাক্রমে ১৭,০০০ টাকা ও ১৬,০০০ টাকা উত্তোলন করেন। ১ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে সোমা ব্যবসায়ে ১২,০০০ টাকা ঋণ হিসেবে আনেন। [রা.বো. ২০১৭]
উপরোক্ত সমন্বয় গুলো হিসাবভুক্ত করার পূর্বে ২০১৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে শেষ হওয়া বছরে ব্যবসায়ের নিট-লাভ ছিল ১,৫০,০০০ টাকা।
করণীয় ঃ- (ক) সোমার ঋণ হিসাব প্রস্তুত কর।
(খ) লাভ-লোকসান বন্টন প্রস্তুত কর।
(গ) অংশীদারদের মূলধন হিসাব প্রস্তুত কর।
উত্তর: (ক) সোমার ঋণ হিসাবের জের ১২,১৮০ টাকা (ক্রেডিট); (খ) বন্টনযোগ্য মুনাফার অংশ: রুমা ৫৭,৮২২.৫০ টাকা এবং সোমা ৫৭,৮২২.৫০ টাকা; (গ) মূলধন হিসাবের উদ্বৃত্ত: রুমা ২,৪৭,৩৯৭.৫০ টাকা এবং সোমা ২,০৯,৪২২.৫০ টাকা।

৫। নদী ও সাগর একটি কারবারের দুইজন অংশীদার। ২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে উত্তোলন ও মুনাফার অংশ সমন্বয়ের পর তাদের মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১,১০,০০০ টাকা ও ৯০,০০০ টাকা। পরবর্তীতে দেখা গেল যে, মূলধন ও উত্তোলনের উপর বার্ষিক ৫% হারে সুদ এবং সাগরের জন্য প্রদেয় মাসিক ৬০০ টাকা হারে বেতন হিসাবভুক্ত হয়নি। তারা নিজেদের মধ্যে ১০,০০০ টাকা বন্টনযোগ্য মুনাফা সমান হারে ভাগ করে নিয়েছিল। অংশীদারদের প্রত্যেকের উত্তোলনের পরিমাণ ছিল ১০,০০০ টাকা। উত্তোলনের উপর এক বছরের সুদ ধার্য করতে হবে। [চ.বো. ২০১৭]
করণীয় ঃ- (ক) অংশীদারদের বার্ষিক উত্তোলনের সুদ নির্ণয় কর।
(খ) লাভ-লোকসান সমন্বয় হিসাব প্রস্তুত কর।
(গ) মূলধনের সুদ, মুনাফা বা ক্ষতির অংশ, বেতন ও উত্তোলনের সুদের জাবেদা দাখিলা দাও।
উত্তর: (ক) উত্তোলনের সুদ: নদী ৫০০ টাকা ও সাগর ৫০০ টাকা; (খ) সমন্বিত ক্ষতির অংশ: নদী ৮,৩৫০ টাকা ও সাগর ৮,৩৫০ টাকা; (গ) জাবেদার যোগফল ৩৫,৪০০ টাকা।

৬। **A** এবং **B** একটি অংশীদারি কারবারের দুইজন সমান অংশীদার। ২০১৬ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে তারা যথাক্রমে ৮০,০০০ টাকা ও ৭০,০০০ টাকা মূলধন হিসেবে আনায়ন করে কারবার শুরু করেন। চুক্তি শর্তনুযায়ী তারা কারবার থেকে ৫% হারে মূলধনের সুদ পাবেন। সারা বছর ধরে তারা প্রত্যেকে কারবার থেকে ২,০০০ টাকা করে নগদ টাকা উত্তোলন করেছেন। এছাড়া **A** কারবার হতে ৫,০০০ টাকা মূল্যের পণ্যও উত্তোলন করেছেন। নগদ উত্তোলনের উপর ১০% হারে সুদ ধার্য করতে হবে। কিন্তু পণ্য উত্তোলনের কোন সুদ ধার্য হবে না। **A, B** কে এই মর্মে নিশ্চয়তা দিয়েছে যে বেতন ছাড়াও **B** বার্ষিক মুনাফা বাবদ ২০,০০০ টাকার কম পাবে না। কোনো সমন্বয় সাধন করার পূর্বে বছর শেষে কারবারের মুনাফা দাঁড়ায় ৭৬,৩০০ টাকা।

করণীয় ঃ- [কু.বো. ২০১৭]

(ক) **A** ও **B** এর উত্তোলনের সুদ নির্ণয় কর।

(খ) অংশীদারদের লাভ-লোকসান আবন্টন হিসাব তৈরি কর।

(গ) অংশীদারদের মূলধন হিসাব তৈরি কর।

উত্তর: (ক) উত্তোলনের সুদ **A** ১০০ টাকা ও **B** ১০০ টাকা; (খ) বন্টনযোগ্য মুনাফার অংশ **A** ৩৭,০০০ টাকা ও **B** ৩৭,০০০ টাকা; (গ) মূলধন হিসাবের উদ্বৃত্ত **A** ১,১৩,৯০০ টাকা এবং **B** ১,০৮,৪০০ টাকা।

৭। রনি এবং লিপি একটি অংশীদারি কারবারের দু'জন অংশীদার। তারা কারবারের লাভ-লোকসান ২:১ অনুপাতে ভাগ করে নেয়। ২০১৪ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে তাদের মূলধন ছিল যথাক্রমে ১,০০,০০০ টাকা ও ৬০,০০০ টাকা। রনি ১ জুলাই তারিখে কারবারে ২০,০০০ টাকা ঋণ সরবরাহ করে। লিপি প্রতি মাসে ৫০০ টাকা করে বেতন পাবে। তারা প্রতি মাসের প্রথম তারিখে কারবার হতে যথাক্রমে ৬০০ ও ৭০০ টাকা করে নগদ উত্তোলন করে। মূলধন ও নগদ উত্তোলনের উপর ৫% সুদ ধার্য করা হয়। উক্ত বছরে কারবারের লাভ হয় ৪০,০০০ টাকা। [সি.বো. ২০১৭]

করণীয় ঃ- (ক) উত্তোলনের সুদের পরিমাণ নির্ণয় কর।

(খ) লাভ-লোকসান আবন্টন হিসাব তৈরি কর।

(গ) অংশীদারদের মূলধন হিসাব তৈরি কর।

উত্তর: (ক) উত্তোলনের সুদের পরিমাণ: রনি ১৯৫ টাকা এবং লিপি ২২৮ টাকা; (খ) বন্টনযোগ্য মুনাফার অংশ: রনি ১৭,২১৫ টাকা এবং লিপি ৮,৬০৮ টাকা; (গ) মূলধন হিসাবের উদ্বৃত্ত: রনি ১,১৪,৮২০ টাকা এবং লিপি ৬৮,৯৮০ টাকা।

৮। আমিন ও মতিন একটি অংশীদারী কারবারের দুইজন অংশীদার। তারা ২:১ অনুপাতে লাভ-লোকসান বন্টন করে। ১ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে তাদের মূলধন হিসাবের উদ্বৃত্ত ছিল যথাক্রমে ২,০০,০০০ টাকা ও ২,৪০,০০০ টাকা। চুক্তি অনুযায়ী সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালনের জন্য মতিন মাসিক ২,০০০ টাকা বেতন পায়। বছরের মাঝামাঝি আমিন ৬০,০০০ টাকা অতিরিক্ত মূলধন স্বরূপ কারবারে আনয়ন করে। ৩০, সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে মতিন ৪০,০০০ টাকা ঋণ স্বরূপ প্রদান করে যার উপর ১০% হারে সুদ প্রদেয় হয়। উক্ত বছরে আমিন কারবার হতে ১৬,০০০ টাকা এবং মতিন ১ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে ১২,০০০ টাকা উত্তোলন করে। অংশীদারগণ মূলধন ও উত্তোলনের উপর যথাক্রমে ৫% ও ১০% সুদ ধার্য করতে সম্মত হয়। উপরোক্ত সমন্বয়গুলো সাধনের পূর্বে কিন্তু মতিনের বেতন ডেবিট করার পর ২০১৬ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কারবারের মুনাফা ৭৫,১০০ টাকায় উপনীত হয়। [ব.বো. ২০১৭]

করণীয় ঃ- (ক) মতিনের ঋণ হিসাব প্রস্তুত কর।

(খ) লাভ-লোকসান আবন্টন হিসাব প্রস্তুত করে মুনাফার বন্টন দেখাও।

(গ) অংশীদারগণের মূলধন হিসাব প্রস্তুত কর।

উত্তর: (ক) ঋণ হিসাবের উদ্বৃত্ত ৪১,২০০ টাকা; (খ) বন্টনযোগ্য মুনাফার অংশ: আমিন ৩৪,৪০০ টাকা এবং মতিন ১৭,২০০ টাকা; (গ) মূলধন হিসাবের উদ্বৃত্ত: আমিন ২,৮৯,১০০ টাকা এবং মতিন ২,৮০,৮০০ টাকা।

৯। ইমন, রাজন, মোহন একটি অংশীদারী কারবারের তিনজন অংশীদার। তাদের লাভ লোকসানের অনুপাত যথাক্রমে ৩:২:১। ২০১৬ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে অংশীদারগণের মূলধন ছিল ইমন ২,৫০,০০০ টাকা, রাজন ২,০০,০০০ টাকা এবং মোহন ১,৫০,০০০ টাকা। ইমন এবং মোহন তাদের সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালনের জন্য ব্যবসায় হতে যথাক্রমে ৫,০০০ টাকা এবং ৪,০০০ টাকা মাসিক বেতন পাবেন যা তারা নগদে গ্রহণ করেছেন। মূলধন এবং উত্তোলন উভয়ের উপর বার্ষিক ৫% হারে সুদ ধার্য করতে হবে। প্রত্যেক মাসের শেষ তারিখে ইমন, রাজন, এবং মোহন ব্যবসা হতে যথাক্রমে ৯,০০০ টাকা, ৫,০০০ টাকা এবং ৫,০০০ টাকা করে নগদ উত্তোলন করেছিলেন। ইমন এবং রাজন যৌথভাবে মোহনকে এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করেছিলেন যে মোহন তার বেতন এবং মূলধনের সুধ ছাড়াও মুনাফার অংশ বাবদ বছরে কমপক্ষে ৩৬,০০০ টাকা পাবেন। উপরোক্ত সমন্বয় গুলো সাধন করার পূর্বে ২০১৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কারবারের মুনাফা ২,৫৫,১৭৫ টাকায় উপনীত হয়। [দি.বো. ২০১৭]

করণীয় ঃ- (ক) অংশীদারের উত্তোলনের সুদ নির্ণয় কর।

(খ) লাভ-লোকসান অবন্টন হিসাব মোট ব্যয় এবং মোট আয়ের পরিমাণ কত?

(গ) অংশীদারদের মূলধন হিসাব তৈরি কর।

উত্তর: (ক) অংশীদারদের উত্তোলনের সুদ: ইমন ২,৪৭৫ টাকা, রাজন ১,৩৭৫ টাকা এবং মোহন ১,৩৭৫ টাকা; (খ) মোট ব্যয় ১,৩৮,০০০ টাকা এবং মোট আয় ২,৬০,৪০০ টাকা; (গ) মূলধন হিসাবের উদ্বৃত্ত: ইমন ২,০৩,৮৬৫ টাকা, রাজন ১,৮৩,১৮৫ টাকা এবং মোহন ১,৩২,১২৫ টাকা।

১০। পারি, পৃথু ও আদিব একটি অংশদারি কারবারের তিনজন অংশীদার। তারা ব্যবসায়ের লাভক্ষতি ২ : ১ : ১ অনুপাতে বন্টন করে নেয়। ২০১৬ সালে ১ জানুয়ারি তারিখে তাদের মূলধন ছিল যথাক্রমে ১,৫০,০০০ টাকা, ১,০০,০০০ টাকা এবং ১,২৫,০০০ টাকা। চুক্তি অনুসারে অংশীদারগণের মূলধন ও উত্তোলনের উপর যথাক্রমে ১০% ও ৫% হারে সুদ ধার্য্য করতে হবে। আদিব সার্বক্ষনিক দায়িত্ব পালনের জন্য প্রতি মাসে ২,০০০ টাকা করে বেতন পাবে। অংশীদারগণ বছরের মাঝামাঝি সময়ে যথাক্রমে নগদ উত্তোলন করেন ১৫,০০০ টাকা এবং ২০,০০০ টাকা ও ২৪,০০০ হাজার টাকা। নগদ উত্তোলন ছাড়াও পারি ৫,০০০ টাকার পণ্য উত্তোলন করেন। পৃথু আগস্ট মাসের ১ তারিখে ২০,০০০ টাকা অতিরিক্ত মূলধন হিসাবে কারবারে আনয়ন করে। উপরোক্ত সমন্বয় গুলো বিবেচনার পূর্বে কারবারের নীট মুনাফা হয় ২,৫০,০০০ টাকা। [য.বো. ২০১৭]

করণীয়ঃ-(ক) অংশীদারদের মোট উত্তোলনের পরিমাণ নির্ণয় কর।

(খ) লাভ লোকসান আবন্টন হিসাব তৈরি কর।

(গ) অংশীদারদের মূলধন হিসাব প্রস্তুত কর।

উত্তর: (ক) মোট উত্তোলনের পরিমাণ ৬৪,০০০ টাকা; (খ) মুনাফার অংশ: পারি ৯৭,০৭১ টাকা, পৃথু ৪৮,৫৩৬ টাকা, আদিব ৪৮,৫৩৫ টাকা; (গ) মূলধন হিসাবের জের: পারি ২,৪১,৬৯৬ টাকা, পৃথু ১,৫৮,৮৬৯ টাকা, আদিব ১,৮৫,৪৩৫ টাকা।

১১। হাবিব ও হাসিব ২০১৫ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে একটি অংশীদারি কারবার আরম্ভ করে। তাদের কারবারে মোট মূলধন ছিল ৬,০০,০০০ টাকা, যার ২/৩ ভাগ হাবিব এবং ১/৩ ভাগ হাসিব সরবরাহ করে। কারবারের লাভ অংশীদারদের মূলধন অনুপাতে বান্টত হবে। মূলধন ছাড়াও হাবিব কারবারে ১,০০,০০০ টাকা ঋণস্বরূপ প্রদান করে। কারবারে সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালনের জন্য হাবিব এবং হাসিব প্রতি মাসে যথাক্রমে ৫,০০০ টাকা ও ৪,০০০ টাকা করে বেতন পাবে। হাবিব ও হাসিব কারবার হতে প্রত্যেক মাসের প্রথম তারিখে যথাক্রমে ৮,০০০ ও ৫,০০০ টাকা করে উত্তোলন করে। এছাড়াও হাসিব ১,২০০ টাকার পণ্য উত্তোলন করে যা হিসাবভুক্ত হয়নি। তবে পণ্য উত্তোলনের ওপর ৫% হারে সুদ ধার্য হবে। অংশীদারদের বেতন ডেবিট করার পর কিন্তু অন্যান্য সমন্বয় গুলো সাধন করার পূর্বে ২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখ সমাপ্ত বছরের জন্য মুনাফা ২,৩৮,১৭৫ টাকায় উপনীত হয়।
করণীয় ঃ- [ঢা.বো. ২০১৬]
(ক) অংশীদারদের উত্তোলনের সুদ নির্ণয় কর।
(খ) লাভ-লোকসান বন্টন হিসাব তৈরি কর।
(গ) অংশীদারদের মূলধন হিসাব তৈরি কর।
উত্তর: (ক) উত্তোলনের সুদ ৩০ টাকা; (খ) বন্টনযোগ্য মুনাফার অংশ: হাবিব ১,৫৭,৬০৩ টাকা এবং হাসিব ৭৮,৮০২ টাকা; (গ) মূলধন হিসাবের জের: হাবিব ৫,২১,৬০৩ টাকা এবং হাসিব ২,৬৫,৫৭২ টাকা।

১২। নিলয়, নিশাত ও আশিক একটি ব্যবসায় অংশীদার। তাদের লাভ-লোকসান বন্টনের হার যাথক্রমে ১/২ ঃ ১/৩ ঃ ১/৬। ২০১৫ সালের ১ জানুয়ারি তাদের মূলধন হিসাবের উদ্বৃত্ত ছিল নিলয় ৪,০০,০০০ টাকা, নিশাত ৩,৫০,০০০ টাকা ও আশিক ২,৫০,০০০ টাকা। চুক্তির শর্তানুসারে অংশীদারগণের মূলধনের ওপর ১২% এবং নগদ উত্তোলনের ওপর ১০% হারে সুদ ধার্য হবে। সক্রিয় অংশীদার হিসাবে আশিক মাসিক ৫,০০০ টাকা হারে বেতন পায়। নিলয় প্রতি মাসের প্রথমে ৫,০০০ টাকা হারে সারা বছর ধরে নগদ উত্তোলন করে। নিশাত প্রতি তিন মাস পর পর ১০,০০০ টাকা হারে এবং আশিক বৎসরের মাঝামাঝি এককালীন ৪০,০০০ টাকা উত্তোলন করে। নিশাত ৩০-৬-২০১৫ তারিখে ৬০,০০০ টাকা অতিরিক্ত মূলধন আনয়ন করে এবং আশিক ১৫% সুদে ১-৪-২০১৫ তারিখে ৮০,০০০ টাকা ঋণ কারবারে সরবরাহ করে। উপর্যুক্ত সমন্বয়সমূহ সাধনের পূর্বে কারবারের নিট মুনাফা ২,৭৬,৫০০ টাকা ছিল। [রা.বো. ২০১৬]
করণীয় ঃ- (ক) নিশাতের মূলধনের সুদ নির্ণয় কর।
(খ) অংশীদারগণের উত্তোলনের সুদ ও আশিকের ঋণের সুদ নির্ণয় কর।
(গ) নিশাত ও আশিকের মূলধন হিসাব প্রস্তুত কর (মুনাফার অংশ ঃ নিশাত ৩০,০০০ টাকা, আশিক ১৫,০০০ টাকা)।
উত্তর: (ক) নিশাতের মূলধনের সুদ ৪৫,৬০০ টাকা; (খ) উত্তোলনের সুদ: নিলয় ৩,২৫০ টাকা, নিশাত ১,৫০০ টাকা এবং আশিক ২,০০০ টাকা, আশিকের ঋণের সুদ ৯,০০০ টাকা; (গ) মূলধন হিসাবের জের: নিশাত ৪,৪৪,১০০ টাকা এবং আশিক ৩,১৩,০০০ টাকা।

১৩। রনি, জনি ও মনি একটি অংশীদারি কারবারের অংশীদার ২০১৫ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে তাহাদের মূলধন ছিল যথাক্রমে ৮০,০০০ টাকা, ৫০,০০০ টাকা এবং ৩০,০০০ টাকা। তাঁহাদের চলতি হিসাবের উদ্বৃত্ত ছিল ঃ- রনি ১০০০০ টাকা (ক্রেডিট), জনি ৪০০০ টাকা (ডেবিট), মনি ৬০০০ টাকা (ক্রেডিট)
তাঁহাদের অংশীদারি চুক্তি অনুযায়ী মূলধন ও চলতি হিসাবের উদ্বৃত্তের উপর ৬% হারে সুদ ধার্য করতে হবে। ১ জুলাই ২০১৫ তারিখে মনি ১০,০০০ টাকা ঋণ প্রদান করে। রনি তাহার বেতন বাবদ ৫,০০০ টাকা পাবে। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে কারবারের নিট আয় ছিল ২৭,৬২০ টাকা।
করণীয় ঃ- [চ.বো. ২০১৬]
(ক) অংশীদারগণের চলতি হিসাবের উদ্বৃত্তের উপর সুদ নির্ণয় কর।
(খ) লাভ-লোকসান অবন্টন বিবরণী প্রস্তুত কর।
(গ) অংশীদারগণের চলতি হিসাব বিবরণী প্রস্তুত কর।
উত্তর: (ক) চলতি হিসাবের উদ্বৃত্তের সুদ: রনি ৬০০ টাকা, জনি ২৪০ টাকা এবং মনি ৩৬০ টাকা; (খ) প্রত্যেকের মুনাফার অংশ ৪,০০০ টাকা; (গ) চলতি হিসাবের সমাপনী উদ্বৃত্ত: রনি ২৪,৪০০ টাকা (ক্রেডিট), জনি ২,৭৬০ টাকা (ক্রেডিট) এবং মনি ১২,৪৬০ টাকা (ক্রেডিট)।

১৪। অলক এবং অনিক একটি অংশীদারি ব্যবসায়ের দুইজন অংশীদার। তারা ব্যবসায়ের লাভ-লোকসান ৩ ঃ ২ অনুপাতে বন্টন করে নেয়। ২০১৫ সারের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে উত্তোলন, মুনাফার অংশ এবং অলকের বেতন সমন্বয়ের পর তাদের মূলধন দাঁড়ায় যথাক্রমে ৮২,০০০ টাকা ও ৬৩,২০০ টাকা। পরবর্তীতে দেখা গেল মূলধন ও উত্তোলনের ওপর বার্ষিক ১০% হারে সুদ ধরা হয়নি। অংশীদারদের উত্তোলনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১২,০০০ টাকা এবং ৭,৪০০ টাকা। এ উত্তোলনের ওপর সুদ ছিল ৬০০ টাকা এবং ৩৭০ টাকা। অলকের বার্ষিক বেতন ৭,২০০ টাকা ডেবিট করার পর কিন্তু মূলধন ও উত্তোলনের সুদ সমন্বয়ের পূর্বে ২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের লাভ ৩৫,০০০ টাকায় উপনীত হয়।
[কু.বো. ২০১৬]
করণীয় ঃ- (ক) অংশীদারদের প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয় কর।
(খ) লাভ-লোকসান সমন্বয় হিসাব প্রস্তুত কর।
(গ) অংশীদারদের সনম্বিত মূলধন হিসাব প্রস্তুত কর।
উত্তর: (ক) প্রারম্ভিক মূলধন: অলক ৬৫,৮০০ টাকা এবং অনিক ৫৬,৬০০ টাকা; (খ) বন্টনযোগ্য ক্ষতির অংশ: অলক ৬,৭৬২ টাকা ও অনিক ৪,৫০৮ টাকা; (গ) সমাপনী মূলধনের উদ্বৃত্ত: অলক ৮১,২১৮ টাকা এবং অনিক ৬৩,৯৮২ টাকা।

১৫। পাপ্পু, প্রিতম ও পাপন একটি অংশীদারি কারবারের তিনজন অংশীদার। তারা ২ ঃ ২ ঃ ১ অনুপাতে লাভ-ক্ষতি বন্টন করে। ২০১৫ সালের শেষে অংশীদারদের মুনাফার অংশ, উত্তোলন এবং পাপনের বেতন সমন্বয়ের পর তাদের মূলধন হিসাবের উদ্বৃত্ত ছিল যথাক্রমে ৪১,০০০ টাকা, ৩১,০০০ টাকা এবং ২৭,০০০ টাকা। পরবর্তী পর্যায়ে দেখা গেল যে মূলধন ও উত্তোলনের ওপর ৫% হারে সুদ ধার্য করার বিধান থাকলেও বিষয় দুটি সমন্বয় হয়নি। তাদের উত্তোলনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৯,০০০ টাকা, ৪,৪০০ টাকা ও ৭,০০০ টাকা এবং উত্তোলনের ওপর সুদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৮০ টাকা, ৮০ টাকা ও ১৪০ টাকা। পাপনের বার্ষিক বেতন ৪,০০০ টাকা ডেবিট করার পর কিন্তু মূলধন ও উত্তোলনের সুদ সমন্বয়ের আগে নিট মুনাফা অর্জিত হয়েছিল ২০,০০০ টাকা। অংশীদারেরা এই মর্মে স্বীকৃত হয়েছিল যে লাভ-ক্ষতি অনুপাতে তাদের কারবারের মোট মূলধন হবে ১,০০,০০০ টাকা।
করণীয়ঃ- [সি.বো. ২০১৬]
(ক) অংশীদারদের পুনঃসমন্বিত মূলধনের বন্টন দেখাও।
(খ) অংশীদারদের প্রারম্ভিক মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় কর।
(গ) লাভ-ক্ষতি সমন্বয়ের হিসাব তৈরি কর।
উত্তর: (ক) পুনঃসমন্বিত মূলধনের উদ্বৃত্ত: পাপ্পু ৪০,০০০ টাকা, প্রিতম ৪০,০০০ টাকা এবং পাপন ২০,০০০ টাকা; (খ) প্রারম্ভিক মূলধনের উদ্বৃত্ত: পাপ্পু ৪২,০০০ টাকা, প্রিতম ২৮,০০০ টাকা এবং পাপন ২৬,০০০ টাকা; (গ) সমন্বিত ক্ষতির অংশ: পাপ্পু ১,৭৬০ টাকা, প্রিতম ১,৭৬০ টাকা ও পাপন ৮৮০ টাকা।

১৬। আবুল ও বাবুল একটি অংশীদারি ব্যবসায়ের দুইজন অংশীদার ৩ ঃ ২ অনুপাতে লাভ-ক্ষতি ভোগ করে। অংশীদারি চুক্তির শর্ত অনুযায়ী অংশীদারগণ মূলধনের ওপর বার্ষিক শতকরা ১০% হারে সুদ এবং বাবুল বেতন বাবদ ৪,৫০০ টাকা পাওয়ার অধিকারী। বছরব্যাপী উত্তোলনের ওপর ধার্যকৃত সুদ আবুল ৪০০ টাকা এবং বাবুল ৪০০ টাকা। অংশীদারগণের উত্তোলন ও মূলধনের সুদ এবং বাবুলের বেতন হিসাবভুক্তির পূর্বে ৩০ জুন ২০১৪ সালে নিট মুনাফার পরিমাণ হয় ২৫,৮০০ টাকা। [ব.বো. ২০১৬]

উদ্বৃত্তসমূহ	আবুল টাকা	বাবুল টাকা
মূলধন (১-৭-২০১৩)	৩০,০০০	১০,০০০
চলতি হিসাব (১-৭-২০১৩)	১,২৮০ (ক্রে.)	৫০০ (ডে.)
বছরব্যাপী উত্তোলন	১২,০০০	১২,০০০

করণীয় ঃ- (ক) অংশীদারগণের মূলধন হিসাব প্রস্তুত কর।
(খ) অংশীদারগণের লাভ-লোকসান আবন্টন হিসাব প্রস্তুত কর।
(গ) অংশীদারগণের চলতি হিসাব প্রস্তুত কর।
উত্তর: (ক) মূলধন হিসাবের জের: আবুল ৩০,০০০ টাকা এবং বাবুল ১০,০০০ টাকা; (খ) বন্টনযোগ্য মুনাফার অংশ: আবুল ১০,৮৬০ টাকা এবং বাবুল ৭,২৪০ টাকা; (গ) চলতি হিসাবের উদ্বৃত্ত: আবুল ২,৭৪০ টাকা (ক্রেডিট) এবং বাবুল ১৬০ টাকা (ডেবিট)।

১৭। রাফি, রিপন এবং কাফিও একটি অংশীদারি বারবারের তিনজন অংশীদার। তাদের লাভ-লোকসানের অনুপাত যথাক্রমে ১/২, ১/৩, ১/৬। ২০১৫ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখে অংশীদারদের মূলধন ছিল রাফি ২,০০,০০০ টাকা, রিপন ১,৫০,০০০ টাকা এবং কাফির ২,০০,০০০ টাকা। রাফি ও কাফি তাদের সার্বক্ষণিক কাজের জন্য ব্যবসায় হতে যথাক্রমে ৪,০০০ টাকা এবং ৩,০০০ টাকা করে মাসিক বেতন পাবেন। মূলধন ও উত্তোলনের ওপর বার্ষিক ৫% হারে সুদ ধার্য করতে হবে। প্রত্যেক মাসের শেষ তারিখে রাফি, রিপন এবং কাফি ব্যবসায় হতে যথাক্রমে ৬,০০০ টাকা, ৩,০০০ টাকা এবং ৩,০০০ টাকা নগদ উত্তোলন করেছিলেন। রাফি ২০১৫ সালের ১লা জুলাই তারিখে ২০,০০০ টাকা কারবারে ঋণস্বরূপ প্রদান করেন। রাফি এবং রিপণ যৌথভাবে কাফিকে এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করেছিলেন যে কাফি তাঁর বেতন এবং মূলধনের সুদ ছাড়াও লাভের অংশ বাবদ বছরে কমপক্ষে ৩৫,০০০ টাকা পাবেন। উপরিউক্ত সমন্বয় গুলো সাধন করার পূর্বে ২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য ব্যবসায়ের লাভ ২,০০,০০০ টাকায় উপনীত হয়।
করণীয় ঃ- [দি.বো. ২০১৬]
(ক) অংশীদারদের বার্ষিক উত্তোলনের সুদ এবং রাফির ঋণের সুদ নির্ণয় কর।
(খ) লাভ-লোকসান বন্টন হিসাব তৈরি কর।
(গ) রাফি এবং রিপনের মূলধন হিসাব তৈরি কর।
উত্তর: (ক) উত্তোলনের সুদ: রাফি ১,৬৫০ টাকা, রিপন ৮২৫ টাকা, কাফি ৮২৫ টাকা এবং রাফির ঋণের সুদ ৬০০ টাকা; (খ) মুনাফার অংশ: রাফি ৩৩,৭২০ টাকা, রিপন ২২,৪৮০ টাকা ও কাফি ৩৫,০০০ টাকা; (গ) মূলধন হিসাবের উদ্বৃত্ত: রাফি ২,১৮,০৭০ টাকা এবং রিপন ১,৪৩,১৫৫ টাকা।

১৮। জসিম, আমিন ও সাদি একটি অংশীদারি ব্যবসায় তিনজন অংশীদার। তারা ব্যবসায়ের লাভ বা ক্ষতি ৩ ঃ ২ ঃ ১ অনুপাতে বন্টন করে নেয়। ২০১৫ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে জসিম ১,০০,০০০ টাকা, আমিন ৮০,০০০ টাকা ও সাদি ৬০,০০০ টাকা করে মূলধন আনয়ন করেন। অংশীদারদের চুক্তি অনুসারে; [য.বো. ২০১৬]
(১) অংশীদারদের মূলধন ও উত্তোলনের ওপর যথাক্রমে ১০% ও ৫% হারে সুদ ধরতে হবে।
(২) সাদি ব্যবসায় সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালনের জন্য প্রতি মাসে ১,০০০ টাকা করে বেতন পাবেন।
অংশীদারগণ বছরের মাঝামাঝি সময়ে নগদ উত্তোলন করেন যা যথাক্রমে জসিম ১০,০০০ টাকা, আমিন ১৫,০০০ টাকা এবং সাদি ৮,০০০ টাকা। নগদ উত্তোলন ছাড়াও সাদি ১,৫০০ টাকার পণ্য উত্তোলন করেন। জসিম ১-১০-২০১৫ তারিখে ২০,০০০ টাকা অতিরিক্ত মূলধন আনয়ন করেন। উপর্যুক্ত সমন্বয় গুলো বিবেচনার পূর্বে ২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে মুনাফার পরিমাণ ৬৯,৩৫০ টাকা। আমিন ও সাদি জসিমকে যৌথভাবে নিশ্চয়তা প্রদান করে যে জসিমের বন্টনযোগ্য মুনাফা ২১,০০০ টাকার কম হবে না।
করণীয় ঃ- (ক) অংশীদারদের মূলধনের সুদ নির্ণয় কর।
(খ) লাভ-লোকসান আবন্টন হিসাব প্রস্তুত কর।
(গ) অংশীদারদের মূলধন হিসাব প্রস্তুত কর।
উত্তর: (ক) অংশীদারদের মূলধনে সুদ: জসিম ১০,৫০০ টাকা, আমিন ৮,০০০ টাকা এবং সাদি ৬,০০০ টাকা; (খ) বন্টনযোগ্য মুনাফার অংশ: জসিম ২১,০০০ টাকা, আমিন ৯,৪৫০ টাকা ও সাদি ৪,৭২৫ টাকা; (গ) সমাপনী মূলধনের উদ্বৃত্ত: জসিম ১,৪১,২৫০ টাকা, আমিন ৮২,০৭৫ টাকা এবং সাদি ৭৩,০২৫ টাকা।

১৯। ক, খ ও গ একটি অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের তিনজন অংশীদার। তারা ব্যবসায়ের লাভ লোকসান যথাক্রমে ২ঃ২ঃ১ অনুপাতে বন্টন করে নেয়। ২০১৪ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে তাদের মূলধন ছিল; ক-এর ২০,০০০ টাকা, খ-এর ১৫,০০০ টাকা এবং গ-এর ১০,০০০ টাকা। অংশীদারগণের মূলধন ও উত্তোলনের উপর বার্ষিক ৫% হারে সুদ ধার্য করতে হবে। 'গ' ব্যবসা হতে মাসিক ২০০ টাকা করে বেতন পাবে এবং এই বেতনের টাকা সে এখন পর্যন্ত উত্তোলন করে নাই। সম্ভাব্য লাভের প্রত্যাশায় ২০১৪ সালে ক-৬,০০০ টাকা, খ–৩,০০০ টাকা এবং গ-৪,৫০০ টাকা ব্যবসায় হতে উত্তোলন করেছিল। ২০১৪ সালের ১ জুলাই তারিখে ক- ৬,৫০০ টাকা অতিরিক্ত মূলধনস্বরূপ সরবরাহ করে। পক্ষান্তরে ঐ একই তারিখে 'খ' ৪,৫০০ টাকা ঋণস্বরূপ ব্যবসায়ে আনয়ন করে। অংশীদারগণের উত্তোলনের সুদ ক-এর ১০০ টাকা, খ-এর ৪৫ টাকা এবং গ-এর ৭৫ টাকা নির্ণয় করা হয়। 'গ'-এর বেতনের টাকা ডেবিট করার পর কিন্তু উপরোক্ত অন্যান্য সমন্বয় গুলো সাধন করার পূর্বে ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য ব্যবসায়ের লাভ ১০,৩০০ টাকায় উপনীত হলো।
করণীয় ঃ- [ঢা.বো. ২০১৫]
(ক) 'ক' এর মূলধনের সুদ ও 'খ' এর ঋণের সুদ নির্ণয় করো।
(খ) ক, খ ও গ এর লাভ-লোকসান অবন্টন হিসাব প্রস্তুত করো।
(গ) অংশীদারদের মূলধন হিসাব প্রস্তুত করো।
উত্তর: (ক) 'ক' এর মূলধনের সুদ ১,১৬৩ টাকা এবং 'খ' এর ঋণের সুদ ১৩৫ টাকা; (খ) বন্টনযোগ্য মুনাফার অংশ: ক ৩,১৮৯ টাকা, খ ৩,১৮৯ টাকা এবং গ ১,৫৯৪ টাকা; (গ) সমাপনী মূলধন: ক ২৪,৭৫২ টাকা, খ ১৫,৮৯৪ টাকা এবং গ ৯,৯১৯ টাকা।

২০। বুধ ও শুক্র একটি কারবারের দু'জন অংশীদার। ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে উত্তোলন ও মুনাফার অংশ সমন্বয়ের পর তাদের মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫৫,০০০ টাকা ও ৪৫,০০০ টাকা। পরে দেখা গেল যে, মূলধন ও উত্তোলনের ওপর বার্ষিক ৫% হারে সুদ এবং শুক্র এর জন্য প্রদেয় প্রতি মাসে ৩০০ টাকা হারে বেতন হিসাবভুক্ত হয়নি। তারা সমান হারে বন্টনযোগ্য মুনাফা ১২,০০০ টাকা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিল। অংশীদারদের প্রত্যেকের উত্তোলনের পরিমাণ ছিল ৫,০০০ টাকা। উত্তোলনের ওপর এক বছরের সুদ ধরতে হবে। [রা.বো. ২০১৫]
করণীয় ঃ- (ক) অংশীদারদের বার্ষিক উত্তোলনের সুদ নির্ণয় করো।
(খ) লাভ-লোকসান সমন্বয় হিসাব তৈরি করো।
(গ) মূলধনের সুদ, মুনাফা অথবা ক্ষতির অংশ, বেতন, উত্তোলনের সুদ সংক্রান্ত জাবেদা দাখিলা দাও।
উত্তর: (ক) অংশীদারদের বার্ষিক উত্তোলনের সুদ ৫০০ টাকা; (খ) সমন্বিত ক্ষতির অংশ: বুধ ৪,০০০ টাকা ও শুক্র ৪,০০০ টাকা; (গ) জাবেদার যোগফল ১৭,০০০ টাকা।

২১। **A, B ও C** একটি অংশীদারি কারবারের তিনজন অংশীদার। তারা ব্যবসায়ের লাভ-লোকসান ২:২:১ অনুপাতে বন্টন করে নেয়। ২০১৩ সালের ১ জানুয়ারি তাদের মূলধন ছিল; যথাক্রমে ২,৫০,০০০ টাকা, ২,০০,০০০ টাকা এবং ১,৫০,০০০ টাকা। মূলধন ও উত্তোলনের উপর ৫% হারে সুদ ধার্য করতে হবে। **C** সার্বক্ষনিক দায়িত্ব পালনের জন্য ব্যবসা থেকে বছরে ২৪,০০০ টাকা বেতন পাবেন। **B** ব্যবসায়ে ১-৭-২০১৩ তারিখে ৫০,০০০ টাকা ঋণ আনয়ন করেন। অংশীদারগণ প্রত্যেকে কারবার থেকে প্রতি মাসের শুরুতে ২,০০০ টাকা করে নগদ উত্তোলন করেন। উপরোক্ত সমন্বয় গুলো সাধন করার পূর্বে ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য ব্যবসায়ের লাভ ১,৬০,৫৫০ টাকায় উপনিত হয়।

করণীয় ঃ- [চ.বো. ২০১৫]

(ক) **B**-এর ঋণের সুদের পরিমাণ নির্ণয় করো।

(খ) লাভ-লোকসান অবন্টন হিসাব তৈরি করো।

(গ) **A** এবং **C**-এর মূলধন হিসাব তৈরি করো।

উত্তর: (ক) **B** এর ঋণের সুদ ১,৫০০ টাকা; (খ) বন্টনযোগ্য মুনাফা: **A** ৪২,৮০০ টাকা, **B** ৪২,৮০০ টাকা, **C** ২১,৪০০ টাকা; (গ) সমাপনী মূলধনের উদ্বৃত্ত: **A** ২,৮০,৬৫০ টাকা ও **C** ১,৭৮,২৫০ টাকা।

২২। অরুন, বরুণ ও তরুণ তিনজন অংশীদার। ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথমে তাদের মূলধনের উদ্বৃত্ত ছিল যথাক্রমে ১,০০,০০০, ৮০,০০০ ও ৬০,০০০ টাকা এবং তরুণের ঋণ হিসাবের উদ্বৃত্ত ছিল ২০,০০০ টাকা। তারা ৫:৩:২ অনুপাতে কারবারের লাভ-ক্ষতি বন্টন করে। অরুণ কারবার হতে প্রতি মাসের প্রথমে ৬০০ টাকা, বরুণ প্রতিমাসে ৭০০ টাকা এবং তরুণ প্রতি মাসের শেষে ৭০০ টাকা করে উত্তোলন করেছিল। নগদ উত্তোলন ছাড়াও বরুন কারবার হতে ৩,০০০ টাকার পণ্য উত্তোলন করেছিলেন। ব্যবসায়িক প্রয়োজনে তরুণ বছরের মাঝামাঝি সময়ে আরও ১০,০০০ টাকা ঋণ হিসাবে প্রদান করে। অংশীদারি চুক্তি অনুযায়ী মূলধন ও উত্তোলনের উপর ৫% হারে সুদ ধার্য করতে হবে। সে বছর কর্মচারীদের বেতন বাবদ ১২,০০০ টাকা এবং অফিসের ঘর ভাড়া বাবদ ২০,০০০ টাকা প্রদান করেই কারববারের নিট লাভ অর্জিত হয়েছিল ৭২,০০০ টাকা।

করণীয় ঃ- [কু.বো. ২০১৫]

(ক) কর্মচারীদের বকেয়া বেতন ও অফিস ভাড়ার জাবেদা লিখ।

(খ) অংশীদারদের মোট উত্তোলন এবং উত্তোলনের ওপর ধার্যকৃত সুদের পরিমাণ নির্ণয় করো।

(গ) তরুণের ঋণ হিসাব প্রস্তুত করো।

উত্তর: (ক) জাবেদার যোগফল ৩২,০০০ টাকা; (খ) অংশীদারদের মোট উত্তোলন ২৭,০০০ টাকা এবং মোট উত্তোলনের সুদ ৫৯৮ টাকা; (গ) ঋণ হিসাবের সমাপনী উদ্বৃত্ত ৩১,৫০০ টাকা।

২৩। বিজয় ও স্বাধীন একটি অংশীদারি ব্যবসায়ের দু'জন মালিক। তারা ১লা জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে ব্যবসায় শুরু করেন। ব্যবসায়ে বিজয় ৮০,০০০ টাকা এবং স্বাধীন ৬০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করে। অংশীদারি চুক্তি অনুযায়ী ব্যবসায়ের লাভ-ক্ষতি মূলধন অনুপাতে বন্টিত হবে। অংশীদারের মূলধনের ওপর ১০% হারে এবং উত্তোলনের উপর ৮% হারে সুদ ধরতে হবে। ব্যবসায়ের দেখাশুনার জন্য স্বাধীন প্রতি মাসে ১,২০০ টাকা করে বেতন পাওয়ার অধিকারী এবং এই বেতনের টাকা সে উত্তোলন করেনি। অংশীদারগণ ব্যবসায় থেকে বছরে যথাক্রমে ৬,০০০ টাকা ও ৪০০০ টাকা নগদে উত্তোলন করে এবং এ উত্তোলনের উপর যথাক্রমে ২৬০ টাকা এবং ১৮০ টাকা সুদ ধার্য করে। নগদ উত্তোলন ছাড়াও বিজয় নিজের প্রয়োজনে ব্যবসায় থেকে ২,৫০০ টাকা মূল্যের পণ্য উত্তোলন করে যা হিসাবভুক্ত হয়নি। স্বাধীনের বেতন চার্জ করার পর এবং অন্যান্য সমন্বয় সাধন করার পূর্বে ৩১-১২-২০১৪ তারিখে ব্যবসায়ের নিট লাভ হয় ৩৭,৩১০ টাকা। [সি.বো. ২০১৫]

করণীয় ঃ- (ক) অংশীদার স্বাধীনের বেতন হিসাবভুক্তির জাবেদা দেখাও।

(খ) অংশীদারদের লাভ-লোকসান আবন্টন হিসাব প্রস্তুত করো।

(গ) অংশীদারদের মূলধন হিসাব প্রস্তুত করো।

উত্তর: (ক) জাবেদার যোগফল ১৪,৪০০ টাকা; (খ) বন্টনযোগ্য মুনাফা: বিজয় ১৫,০০০ টাকা, স্বাধীন ১১,২৫০ টাকা; (গ) অংশীদারদের মূলধন হিসাব: বিজয় ৯৪,২৪০ টাকা, স্বাধীন ৮৭,৪৭০ টাকা।

২৪। অনিম, তানিম ও দানিম একটি অংশীদার ব্যবসায়ের তিনজন অংশীদার। ২০১৪ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে তাদের মূলধন ছিল যথাক্রমে ১৫,০০০ টাকা, ১০,০০০ টাকা ও ১০,০০০ টাকা। দানিম তার সার্বক্ষণিক কাজের জন্য ব্যবসা হতে মাসিক ২০০ টাকা বেতন পাবেন। অংশীদারগণের মূলধন ও উত্তোলন উভয়ের ওপর বার্ষিক ৫% হারে সুদ ধার্য করতে হবে। তারা ব্যবসা হতে উত্তোলন করেন যথাক্রমে ৪,০০০ টাকা, ২,৫০০ টাকা এবং ২,০০০ টাকা। উত্তোলনের ওপর যথাক্রমে ৯৫ টাকা, ৬০ টাকা ও ৫৫ টাকা সুদ ধার্য করা হয়। ২০১৪ সালের ১ জুলাই তারিখে অনিম ব্যবসায়ের প্রয়োজনে ৪,৮০০ টাকা অতিরিক্ত মূলধন সরবরাহ করেন। বন্টনযোগ্য লাভের ২,০০০ টাকা পর্যন্ত অনিম, তানিম ও দানিম যথাক্রমে ৪০%, ২৫% এবং ৩৫% হারে পাবেন। বন্টনযোগ্য লাভের অবশিষ্ট অংশ তাদের মধ্যে ৩:২:২ অনুপাতে বন্টিত হবে। দানিম তার বেতনের টাকা ব্যবসায় থেকে প্রতি মাসে উত্তোলন করে নেন। উপরোক্ত সমন্বয় গুলো সাধন করার পূর্বে ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বৎসরের লাভ হয় ৩১,০৬০ টাকা।

করণীয় ঃ- [ব.বো. ২০১৫]

(ক) অংশীদারদের মূলধনের সুদ নির্ণয় করো।

(খ) অনিমের প্রাপ্ত মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো।

(গ) দানিমের বছর শেষে মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করো।

উত্তর: (ক) অংশীদারদের মূলধনের সুদ: অনিম ৮৭০ টাকা, তানিম ৫০০ টাকা এবং দানিম ৫০০ টাকা; (খ) অনিমের প্রাপ্ত মুনাফার পরিমাণ ১১,০০০ টাকা; (গ) দানিমের মূলধনের পরিমাণ ১৭,৪৪৫ টাকা।

২৫। ক ও খ একটি অংশীদারি কারবারের দুইজন অংশীদার। তারা কারবারের লাভ-লোকসান যথাক্রমে ৩:২ অনুপাতে ভাগ করে নেয়। ২০১২ সালে ১ জানুয়ারি তারিখে তাদের মূলধন ছিল যথাক্রমে ১,০০,০০০ টাকা ও ৭৫০০০ টাকা। মূলধন ও উত্তোলনের ওপর ১০% হারে সুদ ধার্য করতে হবে। তারা সারা বছর ধরে যথাক্রমে ১৬,০০০ টাকা এবং ১২,০০০ টাকা করাবার হতে নগদ উত্তোলন করেন। ২০১২ সালের ১ জুলাই ক কারবারে ২০,০০০ টাকা ঋণ দেয়। কারবার পরিচালনার জন্য চুক্তি অনুযায়ী ক মাসিক ৪০০ টাকা বেতন পায়, যা সে কারবার থেকে তুলে নেয় নাই। ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে ঋণের সুদ সমন্বয়ের পর কিন্তু উপরোক্ত অন্যান্য সমন্বয়ের পূর্বে কারবারের নিট লাভ ৮২,২০০ টাকায় উপনিত হয়। [য.বো. ২০১৫]

করণীয় ঃ- (ক) ঋণের সুদ নির্ণয় করো।

(খ) অংশীদারদের লাভ-লোকসান আবন্টন হিসাব প্রস্তুত করো।

(গ) অংশীদারদের মূলধন হিসাব তৈরি করো।

উত্তর: (ক) ঋণের সুদের পরিমাণ ৬০০ টাকা; (খ) বন্টনযোগ্য মুনাফা: ক ৩৬,৭৮০ টাকা এবং খ ২৪,৫২০ টাকা; (গ) মূলধন হিসাবের জের: ক ১,৩৪,৭৮০ টাকা এবং খ ৯৪,৪২০ টাকা।

অধ্যায়-০২: গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি

১। বিলোপসাধনের পর অংশীদারি ব্যবসায়ের সম্পত্তি ও দায় নিষ্পত্তি হয় কীভাবে ?
ক. রাষ্ট্রীয় আইনে
খ. চুক্তির শর্তে✓
গ. সমন্বয়ের মাধ্যমে
ঘ. নিবন্ধকের মাধ্যমে

২। অংশীদারি কারবারে ঋণের ওপর সুদের হার দেয়া না থাকলে শতকরা কত হারে সুদ নির্ণয় করতে হয় ?
ক. ০%
খ. ৬%✓
গ. ৭%
ঘ. ৮%

৩। প্রত্যেক অংশীদারের বিনিয়োজিত মূলধন হিসাব সংরক্ষনের জন্য কী প্রস্তত করা হয় ?
ক. অংশীদারদের মূলধন হিসাব
খ. মূলধন চলতি হিসাব
গ. অংশীদারদের নামে পৃথক মূলধন হিসাব✓
ঘ. লাভ-লোকসান আবণ্টন হিসাব

৪। প্রতি মাসের শেষে ৩০০ টাকা করে সারা বছর উত্তোলন করলে ১০% হারে উত্তোলনের সুদ কত হবে ?
ক. ৩০ টাকা
খ. ১৬৫ টাকা✓
গ. ১৮০ টাকা
ঘ. ৩৬০ টাকা

৫। অংশীদারদের মূলধন হিসাবের সর্বশেষ জেরগুলোর সাথে সমন্বয় করার জন্য কী প্রস্তুত করা হয় ?
ক. লাভ-লোকসান সমন্বিত হিসাব
খ. অংশীদারদের সমন্বিত মূলধন হিসাব✓
গ. লাভ-লোকসান বণ্টন হিসাব
ঘ. অংশীদারদের মূলধন নির্ণয় হিসাব

৬। উত্তোলনের তারিখ না থাকলে সাধারণত সুদ ধরা হয় কত দিনের ?
ক. এক বছরের
খ. ছয় মাসের ✓
গ. সুদ ধরা হয় না
ঘ. তিন মাসের

৭। ও এবং এর বণ্টনযোগ্য মুনাফা ৬০,০০০ টাকা এবং বণ্টনের অনুপাত ৩ ঃ ২ ঃ ১ হলে কত টাকা পাবে ?
ক. ১০,০০০✓
খ. ৩৫,০০০
গ. ৩০,০০০
ঘ. ২০,০০০

৮। অংশীদার কর্তৃক কারবার হতে পণ্য উত্তোলনের ওপর সুদ হবে ?
ক. ৬% হারে ধার্য করা হয়
খ. ৮% হারে ধার্য করা হয়
গ. ১০% হারে ধার্য করা হয়
ঘ. ০% হারে ধার্য করা হয় ✓

৯। বাশার ও জামালের মুনাফা বণ্টনের হার ৭৫% ও ২৫% হলে তাদের মুনাফার অনুপাত হবে কত ?
ক. ১ ঃ ৩
খ. ২ ঃ ৩
গ. ৪ ঃ ৩
ঘ. ৩ ঃ ১✓

১০। অংশীদারি কারবারের দায় কেমন ?
ক. আংশিক
খ. অসীম✓
গ. নির্দিষ্ট
ঘ. সসীম

১১। রাজু আহমেদ একজন অংশীদারি ব্যবসায়ের অংশীদার। তিনি প্রতি মাসের প্রথমে ব্যবসায় হতে ৪৫০ টাকা নগদ উত্তোলন করেন। উত্তোলনের ওপর বার্ষিক সুদের হার ৮% হলে তিনি বছরে উত্তোলনের ওপর সুদ প্রদান করেন কত ?
ক. ১৯৮ টাকা
খ. ২১৬ টাকা
গ. ২৩৪ টাকা✓
ঘ. ৪৩২ টাকা

১২। অংশীদারগণ প্রতি মাসের শেষে একটি নির্দিষ্ট অর্থ উত্তোলন করলে উত্তলনের ওপর কত সময়ের সুদ ধরতে হবে ?
ক. ৬.৫ মাসের সুদ ধার্য করতে হবে
খ. ৫.৫ মাসের সুদ ধার্য করতে হবে✓
গ. ৪.৫ মাসের সুদ ধার্য করতে হবে
ঘ. ২.৫ মাসের সুদ ধার্য করতে হবে

১৩। অংশীদারি ব্যবসায়ের স্থায়ী পদ্ধতিতে মূলধন হিসাব রাখলে চলতি হিসাবের কোন উদ্বৃত্ত হতে পারে ?
ক. ডেবিট উদ্বৃত্ত
খ. ক্রেডিট উদ্বৃত্ত
গ. ডেবিট/ক্রেডিট যে কোন উদ্বৃত্ত✓
ঘ. কোন উদ্বৃত্ত থাকে না

১৪। কারবার হতে অংশীদাগণ অসমহারে উত্তোলন করলে ক্ষতিগ্রস্থ হন কারা ?
ক. বেশি উত্তোলনকারী
খ. কম উত্তোলনকারী✓
গ. বেশি মুনাফাভোগী
ঘ. কম মুনাফাভোগী

১৫। A, B ও C তিনজন অংশীদার। তাদের নিট মুনাফা ৩০,০০০ টাকা। মুনাফা বণ্টন অনুপাত হলে কত টাকা পাবে ?
ক. ২৫,০০০ টাকা
খ. ২০,০০০ টাকা
গ. ১০,০০০ টাকা
ঘ. ৫,০০০ টাকা✓

১৬। যে পদ্ধতিতে অংশীদারদের মূলধন হিসাব কারবারের কোনো স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয় না তাকে কী বলে ?

ক. পরিবর্তনশীল মূলধন
খ. চলতি হিসাব
গ. স্থায়ী মূলধন✓
ঘ. চলতি মূলধন হিসাব

১৭। রনি,বনি ও টনি কারবারে অমিত মুনাফা ৫ ঃ ৩ ঃ ২ অনুপাতে কর্তন করে নেয়। রনি বনিকে এই মর্মে নিশ্চিয়তা দেয় যে, সে মুনাফা বাবদ কারবার থেকে ৩০,০০০ টাকা কম পাবে না। বছরে কারবারের মুনাফা ১,২০,০০০ টাকা হলে বনির মুনাফা কত ?
ক. ৩,০০,০০০ টাকা
খ. ৩৬,০০০ টাকা✓
গ. ৪০,০০০ টাকা
ঘ. ৫০,০০০ টাকা

১৮। পাভেল ২ মাস অন্তর কারবার থেকে ১,০০০ টাকা করে উত্তোলন করেন বার্ষিক ১০% তার উত্তোলনের সুদ হবে কত ?
ক. ১৫০ টাকা
খ. ২০০ টাকা
গ. ২৫০ টাকা✓
ঘ. ৩০০ টাকা

১৯। নতুন অংশীদার আগমনের ফলে ত্যাগের অনুপাত-এর সূত্র কি ?
ক. পুরাতন অনুপাত-নতুন অনুপাত
খ. দ্বিগুন অনুপাত-পুরাতন অনুপাত
গ. নুতন অনুপাত-পুরাতন অনুপাত✓
ঘ. সমানুপাত

২০। ক ও খ নাফি এন্টারপ্রাইজের অংশীদার। তাদের বণ্টন অনুপাত ৫ ঃ ৩। তারা ১/৬ অনুপাতে লাভ লোকসান দেওয়ার শর্তে গ-কে নতুন অংশীদার গ্রহণ করেন। নতুন লাভ-লোকসান অনুপাত কত ?
ক. ২৫ ঃ ১৫ ঃ ৮✓
খ. ২৫ ঃ ১৫ ঃ ৬
গ. ৫ ঃ ৩ ঃ ৬
ঘ. ২৫ ঃ ৮ ঃ ১৫

২১। নাফি, নিধি ও লিজা অংশীদারের মুনাফা বণ্টনের অনুপাত ৩ ঃ ২ ঃ ১। তাদের ব্যবসায়ের মুনাফা ১৮,০০০ টাকা হলে, এবং নিধিকে ন্যূনতম ৪,০০০ টাকা মুনাফা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া থাকলে লিজার অংশ কত হবে ?
ক. ৫,৪০০ টাকা
খ. ৩,০০০ টাকা✓
গ. ৬,০০০ টাকা
ঘ. ৯,০০০ টাকা

২২। যে অংশীদার ব্যবসায় পরিচালনায় অংশগ্রহন করে না তাকে কী বলা হয় ?
ক. সীমিত
খ. ঐচ্ছিক
গ. স্বক্রীয়
ঘ. নিষ্ক্রিয়✓

২৩। অংশীদারদের কমিশন-
i. চুক্তি অনুযায়ী প্রদান করা হয়
ii. মূলধনের ওপর প্রদান করা হয়
iii. নির্দিষ্ট হারে মুনাফার ওপর প্রদান করা হয়
নিচের কোনটি সঠিক ?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii ✓
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৪। অংশীদারদের লাভ-লোকসান আবণ্টন হিসাব-
i. বণ্টনযোগ্য মুনাফা নির্ণয় করা হয়
ii. প্রত্যেক অংশীদারের পাওনা নির্ণয় করা হয়
iii. প্রতি হিসাব বছর শেষে মূলধন বের করা হয়
নিচের কোনটি সঠিক ?
(ক) i ও ii✓ (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৫। অংশীদারদের চলতি হিসাব লিপিবদ্ধ করা হয়-
i. উত্তোলনের সুদ
ii. ঋণের সুদ
iii. কমিশন
নিচের কোনটি সঠিক ?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii✓

২৬। অংশীদারি কারবারের বকেয়া খরচ বাবদ দায় হিসাবভূক্ত বাদ পড়লে-
i. কারবারের মুনাফা বৃদ্ধি পাবে
ii. অংশীদারদের মূলধন বৃদ্ধি পাবে
iii. কারবারের সুদ বৃদ্ধি পাবে
নিচের কোনটি সঠিক ?
(ক) i ও ii✓ (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৭। স্থায়ী মূলধন পদ্ধতিতে অংশীদাদের কমিশন দেখাতে হবে-
i. লাভ-লোকসান আবণ্টন হিসাবে ডেবিট
ii. অংশীদাদের মূলধন হিসাবে ক্রেডিট
iii. অংশীদারদের চলতি হিসাব ক্রেডিট
নিচের কোনটি সঠিক ?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii✓
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

▶নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৮ ও ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
A ও B দুই জন অংশীদার। তারা লাভ লোকসান ৩ ঃ ২ অনুপাতে ভাগ করে নেয়। ২০১৫ সালের বণ্টনযোগ্য মুনাফা ৯৫,০০০ টাকা A নিশ্চয়তা দিয়েছে যে B তার বার্ষিক বেতন ১০,০০০ টাকা সহ কমপক্ষে ৫০,০০০ টাকা পাবে।

২৮। A নিশ্চয়তা মোতাবেক কত টাকা B কে দিবে ?
ক. ৫,০০০ টাকা
খ. ৪,০০০ টাকা
গ. ৩,০০০ টাকা
ঘ. ২,০০০ টাকা✓

২৯। মুনাফা সমনভাবে (১ঃ১) বণ্টিত হলে B বেতনসহ কত টাকা পেতো ?
ক. ৫৫,৫০০ টাকা

খ. ৫৬,৫০০ টাকা
গ. ৫৭,৫০০ টাকা✓
ঘ. ৫৮,৫০০ টাকা
▶নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩০ ও ৩১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
২০১৫ সালের একটি অংশীদারি কারবারের অংশীদার 'ক' প্রতি মাসের শেষে সারা বছর ধরে ১,০০০ টাকা এবং খ ১-১০-১৫ তারিখে ১৫,০০০ টাকা ইসদ উত্তোলন করে। উভয়ের উত্তোলনের ওপর বার্ষিক ১০% সুদ ধার্য করতে হবে।
৩০। অংশীদারদের উত্তোলনের ওপর সুদের পরিমাণ কত ?
ক. ১,২০০ টাকা ও ১,৫০০ টাকা
খ. ১,০০০ টাকা ও ১,২০০ টাকা
গ. ৫৫০ টাকা ও ৩৭৫ টাকা✓
ঘ. ২২৫ টাকা ও ২৫০ টাকা
৩১। উত্তোলনের ওপর সুদের হার ১০% স্থলে ৫% ধার্য করলে হিসাবের ওপর কী প্রভাব পড়বে ?
i. বণ্টনযোগ্য লাভের পরিমাণ হ্রাস পাবে
ii. অংশীদারি মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে
iii. অংশীদারি মূলধনের পরিমাণ হ্রাস পাবে
নিচের কোনটি সঠিক ?
(ক) i ও ii✓ (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii